গবেষণার সারসংক্ষেপ (Synopsis)

১. গবেষণা প্রকল্পের শিরোনাম (Title of the Research Work)

সৃষ্টির আলোকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : একটি অনুসন্ধান

২. বিষয় বিবরণী (Statement of the Problem/area of the Subject)

জীবন দর্শন হল ব্যক্তির শুদ্ধ চৈতন্য ও তাঁর জীবন নিষিক্ত সত্তা। ব্যক্তি তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা, পারিবারিক মূল্যবোধ, ইতিহাস জ্ঞান, তার অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র ও সমাজবোধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে মনোজৈবিকভাবে উপনীত হয় তাই তার জীবন দর্শন। জীবন দর্শন স্তরবাহিক, গঠনশীল ও পরম্পরা ভিত্তিক। সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত কথাগুলি সত্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহে্র সৃষ্টিশীল সত্তাকে কখনো ঔপন্যাসিক কখনো গল্পকার রূপে আত্মপ্রকাশ হতে দেখা যায়। আত্মপ্রকাশের সূচনালগ্নে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধেরও চর্চা করেন। অল্প সময়ের এই ভালোলাগা পরবর্তীকালে যৌবনের সাহিত্য চর্চায় হয়তো ছাপ রেখেছিলো। মাসিক সওগাত এর ফাল্গুন ১৩৪৯ এবং মৃত্তিকা পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কবিতাদ্বয় যথাক্রমে 'প্রকল্প' ও 'তুমি' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাব্যচর্চায় দৃষ্টান্ত হিসেবে কালান্তরে স্মরণীয়। অনুরূপভাবে তাঁর প্রবন্ধ, চিত্র-সমালোচনা ও গ্রন্থ সমালোচনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনোগঠন ও তাঁর স্বাতন্ত্র্যকেই উদ্ভাসিত করে তোলে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণভাবে জানার ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল সংখ্যক গল্প, তিনটি উপন্যাস ও চারটি নাটক মূল অবলম্বন। তাঁর গ্রন্থবন্ধ গল্পগুলি ছাড়া জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত আরো কিছু গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন সৃষ্টিশীল সত্তার সূচনালগ্নে কোনো রচনাই অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন নয়। স্রষ্টার সমগ্র সত্তার বিকাশ-বিস্তার আলোচনায়, তাঁর বহুবর্ণিল জীবনচর্চার স্বরূপ অন্বেষায় এগুলির গুরুত্ব বিশেষ বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

৩. ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা বা গবেষণা কর্মের পরিচয় (A brief Over-view of Literary Work already done in area of the Proposal)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহে্র উপন্যাস নিয়ে একটি গবেষণা হয়েছে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক লেখক,

প্রাবন্ধিক, বিভিন্ন গ্রন্থে, পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। যেমন – সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকের উপর আলোকপাত করেছেন হোসনে আরা জলী তাঁর 'নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থে। লেখকের সমগ্র জীবনকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন জীনাত ইমতিয়াজ আলী তাঁর 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম' গ্রন্থে। শান্তনু কায়সার 'বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস' গ্রন্থে এবং 'মুক্তিযুদ্ধ ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্' নামক প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তুলে ধরেছেন।

তবে এইসব আলোচনার বাইরে সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আরো আলোচনার অবসর রয়েছে। উপরিউক্ত এই বিষয়গুলিকে সামনে রেখে **'সৃষ্টির আলোকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : একটি অনুসন্ধান'** শিরোনামে এই গবেষণা বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে।

৪. গবেষণা প্রকল্পের রূপায়ন

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন, সাহিত্যভাবনা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৫. গবেষণা প্রকল্পের সম্ভাব্য অধ্যায় বিন্যাস (Chapterisation)

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাব ও বিকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গল্প সমগ্র : জীবনের রূপ বৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে সমকালের প্রতিফলন

চতুর্থ অধ্যায় : নাটক : বিশ্বাস ও বাস্তবের দ্বন্দ্বময় চিত্রায়ণ

পঞ্চম অধ্যায় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিক।

উপসংহার :

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

ভূমিকা

মানুষ মাত্রই প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে রাজনীতি শাসিত, সমকালের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি প্রভাবিত – যা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনাকেও আলোড়িত করেছিল। তাঁর সময়কালে (১৯১২-১৯৭১) ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় অসাম্য, জীবনের অপূর্ণতা, গ্লানি ও কদর্যতাকে রূপ দিতে তিনি কলম ধরেন। বিশেষ করে তিনি নিজের অভিজ্ঞতাময় মুসলমান সমাজের সমস্যা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে তাঁর প্রগতিশীল চেতনার আলোকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন।

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাব ও বিকাশ

একজন স্রষ্টার দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যে জীবনবোধ গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সৃষ্টিতে। এই জন্য একজন সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন জানা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিকে বা তাঁর দর্শনকে জানার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী যোল শহরের এক মুসলিম পরিবারে। পারিবারিক জীবনে তিনি সাহিত্যের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। এবং এই আবহের মধ্য দিয়ে জীবনকে বিভিন্নভাবে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশ্ব প্রকৃতিই ছিল তাঁর কাছে ভালোলাগা এবং ভালোবাসার বিষয়। এই বহু বৈচিত্র্যময় ভালোলাগার অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাস, গল্প, নাটকের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গল্প সমগ্র : জীবনের রূপ বৈচিত্র্য

ছোটোগল্প রচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিল্পিসত্তা ‘নয়নচারা’য় পৌঁছে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। ‘নয়নচারা’ গল্প সংকলনের অন্তর্গত গল্পের চরিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে

চেয়েছেন। বিষয়ভাবনা অনুসারে নয়নচারার গল্পগুলিকে মুখ্যত দু- ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণির গল্পে লেখক সেই সময়কালে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষন্নতাকে রূপময় করেছেন। উল্লেখ্য- 'নয়নচারা' 'মৃত্যুযাত্রা', 'রক্ত', ও 'সেই পৃথিবী'। দ্বিতীয় শ্রেণির গল্পগুলিতে বর্ণনা করেছেন পূর্ব-বাংলার নদীবহুল মৃত্তিকা সংলগ্ন মানুষের জীবন স্বরূপ, তাদের নিরানন্দ ও প্রত্যক্ষদীপ্ত জীবনের বাস্তব ভিত্তিক কাহিনি। উল্লেখ্য – 'জাহাজী', 'পরাজয়' ও 'খুনী'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং সেই সময় সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা গল্পগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত গল্পগুলি শুধু বিষয় বৈচিত্র্যে নয় ভাষা ও প্রকরণ ভাবনার সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। এই সকল বিষয়গুলি আলোচিত হবে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে সমকালের প্রতিফলন

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সময়কালে মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, ফরাসী-ওয়াহবী আন্দোলন, দেশ ভাগের মতো ঘটনা ঘটেছিল। আর এই সমস্ত ঘটনার অভিঘাতে মানুষের জীবন যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল সেগুলিই লেখক তাঁর 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে রূপদান করতে চেয়েছেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে লেখক বাইরের ঘটনাকে পটভূমি হিসাবে উপস্থাপন করে সেই প্রেক্ষিতে ব্যক্তির অন্তরের আলোড়ন, আবেগ ও উৎকণ্ঠাকে তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন- এগুলিই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নাটক : বিশ্বাস ও বাস্তবের দ্বন্দ্বময় চিত্রায়ণ

১৯৪৭- এ পাকিস্তানের অভ্যুদয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় প্রবলভাবে গ্রামীণ জীবনকেও আলোড়িত করেছিল। ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে তদানীন্তন পাকিস্তানের সমাজ জীবনে ধর্মীয় গোঁড়ামী,

কুসংস্কার ও অশিক্ষার ভয়াবহ রূপ পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানের নাট্যকাররা বহুমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রবাসে থাকলেও গ্রাম ও শহরের মিলিত বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন। 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'উজানে মৃত্যু' ও 'সুড়ঙ্গ' নাটকের মুখ্য উপাদান হিসাবে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। যদি তলিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এই নাটকগুলি কোথাও না কোথাও সমসাময়িক কালের এক সাহিত্য দলিল হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে উক্ত বিষয়গুলি সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিক

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া দুটি মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই ভারতবর্ষেরও স্বাভাবিক জীবনচর্যাকে বিধ্বস্ত করে। পাশাপাশি দেশভাগ বাঙালি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করার আগে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহিত্যিকদের রচনাধারারও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে শামসুদ্দিন আবুল কালাম, সরদার জয়েন উদ্দীন, শহীদুল্লা কায়সার, আবু ইসহাক, আব্দুর রাজ্জাক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মুনীর চৌধুরী, নুরুল মোমেন, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ ছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত লেখক সমাজের সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এঁদের পাশাপাশি তিনি তাঁর সাহিত্য রচনায় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের এই স্বরূপটি আলোচনা করা হবে।

উপসংহার :

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্যের এক সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনেই উপসংহারের পরিকল্পনা। সাহিত্যিক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ের সাহিত্যকর্মের অভিমুখ ও তাঁর স্বরূপের এক নির্যাস গবেষণা অভিসন্দর্ভের উপংহার হিসাবে অন্বেষণের প্রচেষ্টা থাকবে।

ক। **আকর গ্রন্থ :**

ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ	গল্পসমগ্র, পবিত্র সরকার (সম্পাদন), চিরায়ত প্রকাশ, কলকাত, মার্চ ২০০৬
ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ	উপন্যাস সমগ্র, সৈয়দ আবুল ,মকসুদ (সম্পাদনা), নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩
ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ	নাটক সমগ্র, হায়াৎ মামুদ (সম্পাদনা), প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা, জুলাই, ২০১৪

খ। **সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :**

আহমদ মমতাজ উদদীন	স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
আহমদ মমতাজ উদদীন	আমার নাট্যভাবনা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০০
আলী জীনাত, ইমতিয়াজ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ জীবন দর্শন ও সাহিত্য কর্ম, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাদেশ, ২০০১
রুশদ আবু	শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের উপন্যাস সমগ্র, সৃজনী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮
ইকবাল শহিদ	বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।
কায়সার শান্তনু	বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যদ্বন্দ্বের ইতিহাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪
খান রফিক উল্লাহ	বাংলাদেশেরর উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ঘোষ অজিতকুমার	বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ, কলকাতা, ২০০৭
ঘোষ অজিতকুমার	নাটক ও নাট্যকার, এপ্রিল ২০০০, দে'জ, কলকাতা।

ঘোষ তপোবিজয়	নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
ঘোষ শক্তিপদ	বাংলা নাটকে ভদ্রেতর চরিত্র, অক্টোবর ১৯৯৯, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
চক্রবর্তী শিশির কুমার	প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা। সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
চক্রবর্তী শিশির কুমার	প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা,সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।
জলী হোসনে আরা	নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২
দত্ত প্রভাতকুমার	সমকালীন বাংলা মঞ্চ ও নাট্য আন্দোলন, জুলাই ১৯৭৯, নিঃসঙ্গ অবসরে প্রকাশন, হাওড়া।
দত্ত অম্লান	শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ, অর্থনীতি গ্রন্থমালা ৬, আগষ্ট ১৯৮৮, আনন্দ, কলকাতা।
দত্ত অম্লান	বিকল্প সমাজের সন্ধানে, নভেম্বর ১৯৯৪, আনন্দ, কলকাতা।
দাশ ধনঞ্জয়	মার্কসবাদী সাহিত্য- বিতর্ক (সম্পাদিত), জুন ১৯৭৫, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা।
দাশ অমিতাভ	স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত তারিখ অভিধান (১৭৫৬-১৯৪৭) (চতুর্থ সংস্করণ), আগস্ট ২০১৪, পত্রলেখা, কলকাতা।
ভট্টাচার্য তাপস	বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন, বৈশাখ ১৪১১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
মকসুদ সৈয়দ আবুল	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা
মোহম্মদ জয়নুদ্দীন	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের নাটক, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩

মুখার্জী মানব — বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রাজনীতি এবং বাস্তবতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ — দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খন্ড তৃতীয় সংস্করণ), ১৯৯৮, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ — দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড (তৃতীয় সংস্করণ), ১৯৯৮, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায় সচ্চিদানন্দ — ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা।

মুসা মনসুর — পূর্ববাংলার উপন্যাস, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪

সরকার পবিত্র — নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, দে'জ, কলকাতা, ২০০৪

সেন সুনীল — বাংলার তেভাগা সংগ্রাম, ১৯৯৩, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দ আবদুল মান্নান — সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৬

হোসেন সৈয়দ আকরম — সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

হোসেন সৈয়দ আকরম — বাংলা দেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫

গ। পত্র - পত্রিকা :

থিয়েটার, নাট্য ত্রৈমাসিক, পুনর্মুদ্রণ-১২, ১ম বর্ষ। ১ম-৪র্থ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭২-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩।

ঘ। বানান বিধি : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি